ঝিনাইদহে দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহে দৈনিক সময়ের আলোর ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের পুরাতন ডিসিকোর্ট চত্বর ঘুরে পুনরায় প্রেস ক্লাবের সামনে এসে র্যালীটি শেষ হয়। র্যালী শেষে আলোচনা সভা ও কেক কেটে কর্মসূচি পালন করা হয়। ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ ড. বি এম রেজাউল করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম টুকু, ঝিনাইদহ আব্দুল রউফ ডিগ্রি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কে এম সালেহ, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ সামলা ইয়াসমিন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন দৈনিক সময়ের আলোর জেলা প্রতিনিধি কাজী আলী আহাম্মেদ লিকু। আরো উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক ও সুধিবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু। বক্তারা প্রত্রিকাটির সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেন।

সুখের সংসার ফিরে পেল আছমিনা খাতুন

পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার। আছমিনা খাতুন (২৪), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর সাথে শাহাবুল ইসলাম (৩০), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গার ০৪ বছর আগে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।
গত ১ বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনার নিকট

বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দাবী করে আসছিল। আছমিনা সংসারের সুখের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে তার পিতার বাড়ি হতে টাকা এনে তার স্বামীকে দেয়। এরপরও শাহাবুল আরো টাকার জন্য আছমিনা’কে চাপ প্রয়োগ করলে আছমিনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনাকে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনসহ তালাকের ভয় দেখায়।
আছমিনা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় শাহাবুল (৩০), এবং আছমিনা খাতুন(২৪) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন: কুষ্টিয়ার এসপি

কুষ্টিয়ায় নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) মো: খাইরুল আলম বলেছেন, পুলিশ হবে মানবিক। পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন। সব সময় আমরা দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করে যাব। তাছাড়া কুষ্টিয়া থেকে মাদকদ্রব্য, অপকর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি দমনসহ সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি দমনে পুলিশ কাজ করবে।
গতকাল মঙ্গলবার (২রা মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার খাইরুল আলম এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কুষ্টিয়ার পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করবে সব সময়। সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানির

শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ সদস্যদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, পুলিশের ন্যায় সাংবাদিকদের ভূমিকাও অতুলনীয়। কারণ পুলিশ-সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ সময় তিনি কুষ্টিয়ায় কর্মরত সব সাংবাদিকের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।
কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুষ্টিয়া সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কেপিসির সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

বঙ্গবন্ধুর নাম বিকৃতিকারী ইবি অধ্যাপক আলমগীর ট্রেজারার হতে মরিয়া

২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূইয়া অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নানা তথ্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হয়নি তিনি।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে তৎকালীন ছাত্রনেতা সাদ্দাম হোসেন হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমানুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নে আলমগীর হোসেন ছাত্রদল ক্যাডার ছিলেন মর্মে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রদান করলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এক মাস পর অজানা কারনে প্রত্যয়নপত্রের কথা আমানুর রহমান অস্বীকার করলে সে সূত্র ধরে অধ্যাপক আলমগীর প্রতিবাদ লিপি পাঠান।

এরপর প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটনের জন্য অনুসন্ধানে তাঁর সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

ছাত্রজীবনঃ আলমগীর হোসেন ভূইয়া ১৯৮৮-৮৯ সেশনে গাজীপুর ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়। সে সময় অর্থনীতি বিভাগে ২৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২১ জন ছাত্রলীগে যোগ দেয় কিন্তু ভূইয়া কোনভাবেই রাজী হননি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন ইবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী বলেন, “ছাত্রলীগের নামটাও আলমগীর সহ্য করতে পারতো না। আমি নিজে তার রুমে চাঁদা তুলতে গিয়েছিলাম। আমাকে সরাসরী বলেছে তোমার “বঙ্গবল্টু”র নাম নিয়ে আর কখনো রুমে আসবা না বলে রুম থেকে বের করে দেন। সে মূলতঃ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিল।”

শিক্ষকতা জীবন: ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন আলমগীর হোসেন ভূইয়া। যোগদানের বেশ পরে বাসদ সমর্থিত প্রভাবশালী শিক্ষক মুঈদ রহমান তাকে শাপলা ফোরামের ফরম পূরণ করালেও কখনই দলীয় কোন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেননি।

এমনকি ১/১১ এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেলে থাকা অবস্থায় কোন দলীয় কর্মকান্ডে তাকে দেখা যায়নি। বরং অন্য সাধারণ শিক্ষকের মতো স্বাক্ষর করেই ক্ষান্ত।

২০১৩ সালে সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক কামাল উদ্দীন দূর্নীতির দায়ে অব্যহতি পেলে ক্যাম্পাসে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তখন অধ্যাপক কামাল উদ্দীন ও ভূঁইয়া উভয় গ্রুপের সাথে গোপন আঁতাতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ইবির ইতিহাসে ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটে। কার্যকরী কমিটির ৬ জন সদস্যের প্রবল আপত্তির মুখেও ঐ দুজনেই সভাপতি-সেক্রেটারী পদে প্রার্থী হন। যেটি ক্যাম্পাসে তীরস্কার স্বরুপ কামাল উদ্দীন’স মডেল নামে ব্যাপক পরিচিত।

ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আসা কামাল উদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু বিদ্যেষী ভূঁইয়াকে বঙ্গবন্ধু প্রেমিরা যখন কোনভাবেই মানতে নারাজ, তখন তারা তৎকালীন ব্যাপক সমাদৃত ভিসি অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ আসকারী’র শরণাপন্ন হন। বৈঠকের পর বৈঠক করে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারারের হস্তক্ষেপে তারা নির্বাচিত হন। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে কামাল উদ্দীন’স মডেল অনুসরণ করলে ঐ দুজনেই দ্বিমত পোষণ করেন এবং অভিযোগ রয়েছে অনুপ্রবেশকারী আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে জামাতপন্থী প্যানেলে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রেমিদের পরাজিত করেন।

যা, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়।

সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করে এই জঘন্য অপরাধী চক্রের মুখোশ উম্মোচন করা প্রয়োজন বলে একাধিক সিমিয়র শিক্ষক দাবী করেন।

ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদ: অধ্যাপক শাহজাহান আলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের আহবায়ক কমিটি দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। পরর্বতীতে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও হারুন উর রশিদ আসকারী, অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও অধ্যাপক রুহুল কেএম সালেহ।

ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু পরিষদ পরিচালিত হয়। হঠাৎ ২০১৬ সালের ৭ই এপ্রিল কেন্দ্র হতে ডাঃ এস এ মালেক স্বাক্ষরিত আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুরকে আহবায়ক করে কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে ইবি বঙ্গবন্ধু অনির্বাচিত কমিটিকে মেনে না নিয়ে ১৬ ই এপ্রিল অধ্যাপক কাজী আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে অধ্যাপক জাকারিয়া ও অধ্যাপক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয় মীর মোর্শেদুর রহমান।

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর আবারো অনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি হিসেবে আইসিটি বিভাগের মাহবুবুর রহমান ও মাহবুবুল আরেফিনের কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে পাল্টা শিক্ষক ইউনিট নির্বাচনের মাধ্যমে অধ্যাপক রুহুল কে এম সালেহ ও ড. আবু হেনা মোস্তফা জামালকে নির্বাচিত করেন।

প্রতিবেদকের হাতে সকল কমিটি, ভোটার তালিকা, চাঁদা গ্রহনের তালিকা ও সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর সংরক্ষিত আছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে অভিযুক্ত অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়ার নাম কেবলমাত্র ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের তালিকা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে বেড়িয়ে এসেছে কেবলমাত্র ইবির ট্রেজারার পদের লোভে দীর্ঘ ২৪ বছর অপেক্ষা করে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু গুরু অধ্যাপক মুঈদ রহমান আজো যোগদান করেননি।

তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ও কর্মকর্তা ফেডারেশনের বর্তমান

মহাসচিব মীর মোর্শেদুর রহমান বলেন, “এখন সময় এসেছে কারা বঙ্গবন্ধু প্রেমি ও কারা সুবিধাভোগী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা। কেউ দেশরত্ন শেখ হাসিনার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না বলে আমি মনে করি। তাঁকে ছাত্রজীবন থেকে চিনি। জামাত বিএনপির দোসর ছাড়া কেউ বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যাঙ্গ করে ‘বঙ্গবল্টু’ বলতে পারে না?? ছাত্রলীগের নামও তিনি শুনতে পারতেন না।

অনেক সিনিয়র শিক্ষকের সাথে কথা বললে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১/১১ আমরা চাঁদা তুলতে পাঠিয়েছিলাম সে ছাঁপ জানিয়ে দিয়েছে, আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদ করিনা আবার চাঁদা কিসের? ইউনিয়ন সমর্থিত দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত সাবেক প্রোভিসি কামাল উদ্দীন, বাসদ সমর্থিত ও আওয়ামী সরকার বিদ্বেষী অধ্যাপক মুঈদ রহমান তাঁদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সুবিধা ভোগ করে এখন ট্রেজারার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে প্রকৃত রহস্য জানাবেন বলে তাঁদের দাবি।

এই বিষয়ে প্রফেসর আলমগীর হোসেন ভুইয়া কে বক্তব্য নেওয়ার জন্য ফোন করা হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কটুক্তি করার বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন, ছাত্রদলের কোন রাজনীতির সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না সেই সাথে তথ্য সগ্রহকারীকে মামলার হুমকি প্রদান করেন।

সাত বছর বয়সী ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পড়া না পারার অজুহাতে সাত বছর বয়সী এক শিশু ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাওলানা মোশারফ মল্লিক নামের এক মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (০১ মার্চ) দুপুরে কাঁচপুর সোনাপুর এলাকাস্থ ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিম খানা থেকে আভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা মোশারফ মল্লিক ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানার চেচরি গ্রামে মৃত কালু মল্লিকের ছেলে।

এর আগে রবিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) উক্ত মাদরাসায় নিজের কক্ষে মোশারফ মল্লিক ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা দায়েরের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোনারগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. হাসিব হোসেন জানান, উপজেলার কাচঁপুর সোনাপুর এলাকায় কুদ্দুস মিয়ার তৃতীয় তলা ভাড়া নিয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিক ও তার স্ত্রী ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকের স্ত্রী বাইরে গেলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়া না পারার অজুহাতে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি করতেন।

তিনি আরো বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে ভূক্তভোগী শিক্ষার্থীকে পড়া না পারার অজুহাতে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে ওই শিক্ষার্থী বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে মাদরাসায় গিয়ে স্থানীয়দের কাছে বিচার দাবি করেন তারা। পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসা না করায় ওই শিক্ষার্থীর মা রবিবার দুপুরে বাদী হয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিককে আসামি করে মামলা করেন।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদরাসা শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চলতি মাসে কালবৈশাখী ঝড়

চলতি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও বজ্র-শিলাবৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সোমবার (১ মার্চ) আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানিয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সোমবার ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোরে ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে বাদলগাছীতে ১৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে সিলেটে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্চ মাসের দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে এক থেকে দুই দিন বজ্র ও শিলাবৃষ্টিসহ মাঝারি/তীব্র কালবৈশাখী ঝড় এবং দেশের অন্যত্র দুই থেকে তিন দিন বজ্র ও শিলাবৃষ্টিসহ হালকা/মাঝারি ধরনের কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে।

সব ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে গাজীপুরে অবস্থান ধর্মঘট

সব আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতিসহ ১০ দফা দাবিতে গাজীপুরে জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

গাজীপুর প্যাসেঞ্জার কমিউনিটি আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী এ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি প্রকৌশলী মো. সামসুল হকের সভাপতিত্বে কর্মসূচি চলাকালে বক্তব্য রাখেন- মুক্তিযুদ্ধা হাতেম আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আরিফুল ইসলাম, হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলি, মোহাম্মদ শরীফ হোসাইন

প্রমুখ।

এসময় অবস্থান কর্মসূচিতে সব আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি, ট্রেনের বগি বৃদ্ধি, জয়দেবপুর রেল ক্রসিং-এ ওভারব্রিজ নির্মাণসহ ১০ তুলে ধরা হয়।

গাজীপুরের ৭০ লাখ মানুষের এ দাবি মেনে নেয়া না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে জানান বক্তারা।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগেই গোপনে টিকা নেন ট্রাম্প-মেলানিয়া

হোয়াইট হাউসে থাকার সময়ই গত জানুয়ারিতে কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার টিকা নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সাবেক ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সোমবার ট্রাম্পের এক উপদেষ্টা মার্কিন প্রভাবশালী গণমাধ্যম সিএনএনকে এই তথ্য জানান।

তবে ট্রাম্প কোন কোম্পানির টিকা নিয়েছেন এবং কত ডোজ নিয়েছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গত রোববার ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে রিপাবলিকান পার্টির এক সম্মেলনে সমর্থকদের টিকা নেওয়ার উৎসাহ দেন ট্রাম্প। এর পরই এ তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসকে গুরুত্ব দেননি। যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ভয়াবহতা ট্রাম্প প্রশাসনের অব্যবস্থাপনারই ফল হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প একসময় মাস্ক ব্যবহারে অনীহা ছিলেন। এমনকি করোনাকে সাধারণ ফ্লু হিসেবে দেখতেন। মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো বিষয়কে তিরি রীতিমতো তাচ্ছিল্য করেছেন। লকডাউন দিতেও তিনি রাজি ছিলেন না।

ফ্লোরিডার ওই সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ভ্যাকসিন নেওয়ার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকেরই উচিত এই টিকা নেওয়া। টিকা নেওয়ার

প্রতি তার এই উৎসাহ জোগানো এটিই প্রমাণ করে যে, তিনি করোনার ভয়াবহতা এতদিনে হলেও আঁচ করতে পেরেছেন।

অথচ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন করোনার কোনো টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়নি।

গত বছরের মধ্য ডিসেম্বরে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএনের খবরে বলা হয়, হোয়াইট হাউসের সবার জন্য করোনার টিকার সুপারিশ না করা পর্যন্ত নিজে তা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। ওই সময় সেই কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্প ও তার স্ত্রী মেলানিয়া করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় শরীরে থাকা অ্যান্টিবডির সুবিধা নিচ্ছেন। তবে এখন তার অনেকটা গোপনে টিকা নেওয়ার কথা সামনে এলো।

ট্রাম্প চুপচাপ টিকা নিলেও তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রেসিডেন্টরা তা করেননি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ডিসেম্বরেই টেলিভিশনের সামনে গত ডিসেম্বরেই টিকা নেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং বিল ক্লিনটনও ডিসেম্বরে ক্যামেরার সামনে টিকা গ্রহণ করেন। মানুষকে টিকা নেওয়ায় উৎসাহিত করতে তারা নিজেরা প্রকাশ্যে টিকা নেন।

দর্শনা কেরু’র শ্রমিক-কর্মচারীর নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, জমা ও বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে। প্রার্থীদর মধ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতীক। এবারর নির্বাচনে ১৩ পদের বিপরিতে ৩০ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বাছাই পর্বে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

করেছেন। বিকাল ৩ টার মধ্যে সকল প্রার্থী দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র। মনোনয়নপত্র ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যা ৬ টায়। রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় নিধারিত থাকলেও কেউ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেনি।
আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ইতোমধ্যেই গত পরশু রাত ৮ টার দিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। গতবারের ভোটারের তুলনায় এবার বেড়েছে ৮৭ জনের ভোট। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি তয়ব আলী (চাঁদতারা) ও ফিরাজ আহমদ সবুজ (হারিকেন), সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান (বাইসাইকেল) ও সাবক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (ছাতা), সহ-সভাপতি পদে বর্তমান সহ-সভাপতি মাস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমদ (মোরগ), এএসএম কবির (হাতপাখা) ও আবু সাঈদ হাসন (মাছ) সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন (কাপ-পিরিচ), ইসমাইল হাসন (তালা চাবী), একরামুল হক খলিল (ফুটবল) ও আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছেন।
তাছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের ৯ জন সদস্য পদের বিপরিতে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ১ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সলিম খান (বালতি) ও সালাউদ্দিন শাহ সনেট (ডাব), ২নং ওয়ার্ডে সদস্য প্রার্থী বাবর আলী (বেলচা) ও আমিনুল ইসলাম (ডাব) ৩ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে শরিকুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (ডাব)। ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে ইয়ামিন হক (আখর আঁটি) ও মতিয়ার রহমান (ডাব), ৫ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সাইফুদ্দীন (ডাব) হারিজুল ইসলাম (আখর আঁটি)। ৬ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা), মজিবর রহমান (ডাব), নুরুল ইসলাম (আখের আটি) ও মাহন আলী (হাতুড়ি)। ৭ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে আজাদ আলী (হাঁতুড়ি), জহিরুল ইসলাম (আখের আটি), মফিজুর রহমান (বেলচা) ও ইদ্রিস আলী (কাঁঠাল) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চয়ারম্যান হিসেব দায়িত্ব পালন করছেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাবিক হাসান, সদস্য সচিব মিলর, মহাব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, সদস্য উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আবদুল ফাত্তাহ, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ প্রকশলী) আবু সাঈদ ও জুনিয়র অফিসার (ভূমি) জহির উদ্দিন।

গাংনীতে ফেন্সিডিলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে গাংনীর কাজীপুর হাড়াভাঙ্গা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো, সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের আল আমিন হোসেন এর ছেলে জুল হেসেন ওরফে জুয়েল
(২৫) ও ফতেপুর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন এর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫)।
এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এই মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। সঙ্গে ছিলেন, এ এস আই জসিম ও আহসান হাবিব। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনীর কাজীপুর হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবির একটি চৌকশ দল। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে আনা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামালা রুজু করা হয়েছে।